যুগান্তর ৫৩

তারিখ ২৭/৯/২০০০
পৃষ্ঠা ৪ কলাম

বদরুদ্দীন উমর

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমস্যা ও ছাত্র আ

বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক ছাত্র সংগঠনগুলি যে শিক্ষা আন্দোলন করে তার সমস্যাগুলি মূলত মধ্য শ্রেণীস্বার্থের গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ। কারণ, ছাত্রসমাজ মূলত মধ্য শ্রেণীরই একটা অংশ। কৃষক অথবা অন্যান্য গ্রামীণ নিম্নবিত্ত পেশাজীবীদের কিছু ছেলেমেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়লেও আশা-আকাঙ্ক্ষার দিক থেকে তারাও পুরোপুরি মধ্য শ্রেণীরই অংশ। কাজেই বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক ছাত্রদের শিক্ষা আন্দোলনের ইস্যুগুলি যে মধ্য শ্রেণীস্বার্থের গণ্ডীর মধ্যেই মূলত আবদ্ধ থাকবে তাতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। এটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু মধ্যশ্রেণী স্বার্থের গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকলেও আজকের দিনে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক ছাত্র আন্দোলনের মধ্যে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির যে অভাব দেখা যায় মাত্র তার দু'একটি দৃষ্টান্তের মধ্যে বর্তমান আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষা প্রদানের ত্রুটি, বিদ্যাচর্চার অনেক সাধারণ সমস্যা, বইপত্রের অভাব, জার্নাল ও পত্রপত্রিকার অভাব, লাইব্রেরি ব্যবস্থাপনার অব্যবস্থা, ল্যাবরেটরি সুযোগ-সুবিধার অভাব ও সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করলেও সেসব নিয়ে আন্দোলনের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংগঠনগুলিকে আজ পর্যন্ত তেমন কোন আগ্রহ প্রকাশ করতে দেখা যায়নি।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে, বিশেষত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, বেশ জোরদার এক ধরনের আন্দোলন হয়েছে বেতন ও ফি বৃদ্ধিকে কেন্দ্র করে। প্রথমত, বেতন বৃদ্ধি। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র বেতন এখন মাসিক দশ টাকা। এই দশ টাকা বেতন পাকিস্তান আমলে ছিল, যতদূর মনে হয় বৃটিশ আমলেও ছিল। এর কোন পরিবর্তন এখনো হয়নি, যদিও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মাসিক বেতন বৃদ্ধির কথা বলেছে। এই বেতন বৃদ্ধি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংগঠনগুলি জোর আন্দোলন করেছে।

মুদ্রাস্ফীতি ইত্যাদির কথা বিবেচনা করলে মাসিক দশ টাকা বেতনকে প্রায় বিনাবেতনে শিক্ষালাভই বলা যেতে পারে। তাছাড়া এই বেতন কলেজের বেতন, এমনকি মাধ্যমিক স্কুলগুলির বেতনের তুলনায়ও অনেক কম। প্রাথমিক শিক্ষা বিনাবেতনে হলেও মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়গুলিতে মাথাপিছু প্রত্যেক ছাত্রকে মাসিক বেতন দিতে হয় ৩০ থেকে ৭০ টাকা পর্যন্ত। সেই তুলনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ টাকা বেতন যে কত অযৌক্তিক সেটা বলাইবাহুল্য। তাছাড়া সারাদেশের মধ্যে অপেক্ষাকৃত সুবিধাভোগীরা, মধ্য শ্রেণীর তুলনামূলকভাবে সচ্ছল একটা অংশের ছেলেমেয়েরাই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে। এদিক দিয়েও এই ১০ টাকা মাসিক বেতন প্রায় বিনামূল্যে পড়ারই শামিল। কিন্তু স্বার্থ এমনই জিনিস, এবং শ্রেণীস্বার্থের অন্ধতা এতো বিবেচনাহীন যে, এ ক্ষেত্রে বেতন বৃদ্ধিকে কেন্দ্র করেই বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলন যতো জোরদার হয়েছে ততো জোরদার অন্য কোন ইস্যু নিয়ে হতে দেখা যায় না।

এবার আশা যেতে পারে ফি বৃদ্ধির প্রস্তাব বিরোধিতা প্রসঙ্গে। বেতন বৃদ্ধিবিরোধী আন্দোলনের থেকে ভর্তি ফি বৃদ্ধিবিরোধী আন্দোলনের যৌক্তিকতা তুলনায় বেশি। কারণ হঠাৎ করে ভর্তি ফি বাড়িয়ে হাজার হাজার টাকায় ওঠানো হয়েছে। এক লাফে এ রকম বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন যে হবে সেটাই স্বাভাবিক। তাছাড়া বেতন বৃদ্ধি এখনো প্রস্তাব আকারে থাকলেও ফি আগে থেকেই নিয়মিতভাবে বাড়িয়ে আনা হয়েছে। কিন্তু এখানে মূল প্রশ্ন ভর্তি ফি বৃদ্ধি নয়। প্রশ্ন হলো, বছর বছর একজন ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন বারবার ভর্তি হবে। একই কোর্সে এক ক্লাস থেকে অন্য ক্লাসে ওঠার সময় নোতুন করে ভর্তি হওয়ার কোন ব্যাপার আগে ছিল না। আমরা একবার অনার্স কোর্সে ভর্তি হলে বছর বছর ভর্তির কোন প্রশ্ন ছিল না। দ্বিতীয় বছরে সাবসিডিয়ারি (Subsidiary) পরীক্ষা হতো। সে পরীক্ষায় পাশ হওয়ার পরও থার্ড ইয়ারে ওঠার সময় নোতুন করে ভর্তির কোন ব্যাপার ছিল না। কেউ যদি থার্ড ইয়ারে উঠে অনার্স পরীক্ষা দিয়ে পাশ করার পর এমএ পড়তো, কেবলমাত্র তখনই আবার ভর্তির প্রশ্ন উঠতো এবং নোতুন করে ভর্তি হতে হতো।

এখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি মার্কিন কায়দায় সেমিস্টার কোর্স চালু করে বছর বছর ভর্তির ব্যবস্থা করেছে এবং উচ্চ ভর্তি ফি দিয়ে ছাত্রদেরকে ভর্তি হতে হচ্ছে। এই ভর্তি ফি একটা বড়ো অঙ্কের ব্যাপার। মাসিক বেতন যদি ১০ টাকা থেকে ৫০ টাকা বা ১০০ টাকাও করা হয় তা হলে সেটা বছরে দাঁড়ায় ৬০০ অথবা ১২০০ টাকা। কিন্তু ভর্তি ফি হলো কয়েক হাজার টাকা। কাজেই বেতন বৃদ্ধিবিরোধী আন্দোলন ও ভর্তি ফি বিরোধী আন্দোলন কখনো এক মাত্রায় হতে পারে না। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এখন বেতন ও ভর্তি ফি বিরোধী আন্দোলন একই তালে এবং একই মাত্রায় চলে থাকে!

কিন্তু এক্ষেত্রে যে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার সেটা ভর্তি ফি নয়। সেটা হলো ভর্তির ব্যাপার। কোন ছাত্র সেমিস্টার পদ্ধতি সত্ত্বেও বছর বছর নোতুন করে কেন ভর্তি হবে? প্রথম বছর পাশ করে যাওয়ার পর আগের মতো দ্বিতীয় বছরের খাতায় কেন তার নাম ওঠানো হবে না? এ প্রশ্ন খুব যৌক্তিক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কি হয় তাকে এখানে অন্ধভাবে অনুসরণ করতে হবে কেন? এই অনুকরণের ব্যাপারটি কি শিক্ষাক্ষেত্রে এক ধরনের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের পরিণতি নয়? ভারত থেকে নিয়ে কোন ইউরোপীয় দেশে, অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ বা বৃটেনের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে এ রকম বছর বছর ভর্তির কোন ব্যাপার নেই।

এখানে যখন বারবার এই ভর্তির ব্যাপার প্রথম চালু হয় তখন তার বিরুদ্ধে কোন ছাত্রআন্দোলনও হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি বা সাধারণ শিক্ষকদের থেকেও এর বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ হয়নি! এবং এখনো ছাত্ররা বছর বছর এই ভর্তি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন না করে আন্দো[...] করে ভর্তি ফি বৃদ্ধির বিরুদ্ধে!!

এর থেকে প্রমাণিত হয় এদেশে ছাত্রদের মধ্যে শিক্ষা ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী[...] এবং এমনকি মধ্য শ্রেণীর স্বার্থের গণতান্ত্রিক[...]গুলি সম্পর্কেও কোন প্রকৃত সচেতনতা নেই [...] হলো, আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক ধরনের গড্ডল প্রবাহের যাত্রী!

এবার আসা যেতে [...] আর একটি সমস্যার ক্ষেত্রে। বিশ্ববিদ্যাল[...]

মেস ও ক্যান্টিনে[...] থাকলেও তার এম[...] মতো। এ কারণে [...] এমনকি ছেলেদের [...] অধিকাংশই নিজের [...] থাকে।

এ রকম অবস্থা [...] ছাত্রাবাসে আছে [...] বিশ্ববিদ্যালয়েও অ[...] ভারতের কোন বিশ্ব[...] করাই যায় না। কি[...] না এবং আমাদের [...]

বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীরা ভালো খা[...] বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয় না। তারা ভর্তি [...] জন্য, একটা সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিবেশে [...] উন্নত করা ও গঠনের উদ্দেশ্যে। কিন্তু [...] চেষ্টায় এদিক দিয়ে তাদের যে ক্ষতি [...] কোন উপলব্ধি এদের কারও আছে বলে [...] এসব দেখে এ দেশের মধ্যশ্রেণী এব[...] থেকে আসা ছাত্রছাত্রীদের চিন্তার দ[...] বেশি করেই চোখে পড়ে।

না, এখন সেটাই ব[...] হয়ে দাঁড়িয়েছে এব[...] মেয়েদের হ[...] করা যেতে [...] কামরায় রান্না ক[...] বাজার করে, হাঁড়ি-বাসনের ব্যবস্থা রাখে, বৈদ্যুতিক চুলোয় বেআইনিভাবে রান্না করে এবং হাঁড়ি-বাসন পরিষ্কার করে। এগুলি হলো তাদের নিয়মিত দৈনন্দিন কাজ।

[...]দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে [...]রণ ব্যাপার! [...]ই এক্ষেত্রে প্রথমে আলোচনা [...]ক হলেই মেয়েরা নিজেদের [...]। এর জন্য তারা নিজেরা

মেয়েদেরকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে যা শোনা যায় তা হলো, হলমেসে যে খাবার রান্না হয় সেটা খাবার অযোগ্য, সেই নিজেদেরকে রান্না করতে হয়। এ বিষয়টি [...]ব দেখলে দাঁড়ায় এই যে, হল মেসে রান্না করা [...]রের মান খুব নিচু হওয়ার কারণ দু'টি হতে পারে মত, যে রান্না করে অর্থাৎ বাবুর্চি সে রান্না জানে [...]র সমাধান খুব সহজ। উপযুক্ত বেতন দিয়ে [...]স রান্নার জন্য ভালো বাবুর্চি নিয়োগ করা, [...] বাবুর্চির অভাব এ দেশে নেই। দ্বিতীয়ত, চাল[...]কে নিয়ে মাছ-গোশত পর্যন্ত যা কিছু রান্না[...]তার মান খুব নিচু। এর কারণ মেস চার্জ হি[...]ছাত্রীরা যে টাকা দিয়ে থাকেন বা দিতে পা[...] উঁচু অথবা মাঝারি মানের

খাদ্যসামগ্রী কেনা স[...] খাদ্যসামগ্রীর মান উ[...] বেশি অর্থের প্রয়োজন[...] এক্ষেত্রে সমস্যার সম[...] বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ[...] (ঋনংরফু) প্রদান। এ [...] দেশেই দিয়ে থাকে [...] বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজক[...]

খুব প্রকটভাবে [...] বিশ্ববিদ্যালয়ে [...] বিশ্ববিদ্যালয়ে [...] লেখাপড়ার জন্য [...] নিজেদের চেতনা [...] কিন্তু ভালো খাও[...] ক্ষতি হয় সে ক্ষ[...] আছে বলে মনে হ[...] এসব দেখে এ দে[...] থেকে আসা ছাত্রছ[...] করেই চোখে পড়ে [...] হয়ে সুস্থ ও সুন্দর [...] যাপনের কায়দাও [...] তাদের সাংস্কৃতিক [...] প্রমাণিত হয়। এই [...] অনেক কাজের মধ্যে [...] এই সমস্যার উপলব্ধি [...] পর্যন্ত শিক্ষা আন্দোল[...] নির্ধারণ করতেই যে [...] বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা [...] উচ্চ শিক্ষা বা সাধারণ [...] অসম্পূর্ণই থেকে যাবে [...]

২৪-৯-২০০০

বদরুদ্দীন উমর : লেখ[...]